অস্বাভাবিক ভাবনা – ৮

সংশয়-ই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার একমাত্র চাবিকাঠি। However, there is no short-cut way in science! It does progress step-by-step. It does evolve little-by-little!

If there is any religion, name Islam, it MUST be based on the Qur'an ALONE. The World ought to know by now that the so-called "authentic" traditional Hadiths has nothing to do with Islam in rational sense. The traditional Hadiths can only be treated as some historical evidences and some extra sources. When a person talks about Islam, he/she must talk in the light of Qur'an alone. None should amalgamate the Qur'an and the traditional Hadiths all together. Everybody should discuss/criticize Qur'an, Muhammad, and Islam based on the Qur'an alone. A lot of problems and misconceptions of our society could easily be solved in this way.

I challenge ALL to show some terrorists and suicide bombers who do NOT believe in the "traditional Hadiths" and the "traditional Sharia Laws" but may believe in the Qur'an ALONE. Can anyone refute this challenge? If not, then ...

The Roots of all sorts of Terrorism, Extremism, Barbarism, Suicide bombing, Insanity, Madness, Backwardness, Death Penalty for the Apostates, etc are revealed; which are the 'traditional Hadiths' and the 'traditional Sharia Laws'!

I try to identify some of the problems and misconceptions which tend to engulf our society day-by-day. Some of the major Stumbling Blocks for Muslims, especially for Sunni and Shia, which hardly have any trace in the Qur'an:

- **Everything MUST be believed blindly like an idiot robot! When Qur'an says exactly the opposite: "Follow not that of which you have not the knowledge (17:36)"!**
- **Nothing can be questioned like a dumb robot! When Qur'an has stressed to use common sense in many places (2:164, 2:219, 2:242, 2:266, 4:82, 6:32, 7:169, 10:16, 10:42, 10:43)!**

- **No one can understand Qur'an except through the traditional Hadiths (hearsay)! When Qur'an has strongly forbidden for using hearsay (45:6, 77:50) and there is no such information in the Qur'an regarding any traditional Hadith either!**
- **ALL the verses in the Qur'an are applicable for ALL the time! When there is no such information in the Qur'an! In fact, there are lots of verses in the Qur'an that talk about many past events.**
- **Islam is inherited; therefore, nobody can leave Islam! When there is no such information in the Qur'an!**

এই ভ্রান্ত ধারণাগুলোর উপর ব্যাসিস করেই অনেক সমালোচনা-হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়!

6.38. SHAKIR: ... We have not neglected anything in the Book ...

এই একটি মাত্র ভার্স *'হাদিস ছাড়া কোরান স্বয়ংসম্পূর্ণ না'* - এই উদ্ভট কথাকে হয়তো ম্লান করে দেয়! এরকম আরো কিছু ভার্স আছে। তার মানে কোরানের অথার যতটুকু প্রয়োজন মনে করেছেন ঠিক ততটুকু কোরানের মধ্যেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন। এর পর কেহ ইচ্ছে করলে সারা পৃথিবীর সোর্স ব্যবহার করতে পারে আরো বেশী জানার জন্য।

আমি ধর্মের বা যে কোন বিষয়ের সমালোচনার মোটেও বিরুদ্ধে নই। তবে সমালোচনা অবশ্যই যৌক্তিক হতে হবে। আমি বার বার এই কথাটাই বলতে চেয়েছি। আমি নিজেই চেষ্টা করছি কি করে একজন সমালোচক হওয়া যায়!

মুসলিম-নন্-মুসলিম নির্বিশেষে সম্ভবতঃ ৯০% (guess) এর বেশী মানুষই বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্ একজন পার্সোনাল গড, অর্থাৎ মুসলিমদের গডের নাম! অনুরূপভাবে, ভগবান হইলো হিন্দুদের পার্সোনাল গড, ইলোহি হইলো খৃষ্টানদের পার্সোনাল গড, জেহবা হইলো জিউসদের পার্সোনাল গড, ইত্যাদি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ভগবান, ইলোহি বা জেহবা সম্বন্ধে আমি সঠিক জানিনা (কেহ ক্লেয়ারিফাই করে দিতে পারেন)। তবে Allah শব্দটা ডিরাইভ করা হয়েছে Al-ilah থেকে। 'Al' শব্দের অর্থ হইলো 'The' এবং 'ilah' শব্দের অর্থ হইলো 'Deity' বা 'God'। সুতরাং, Al-ilah বা Allah শব্দের অর্থ হইলো The God। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে Allah কোন নামবাচক শব্দ না। Allah বা The God দ্বারা একমাত্র স্রষ্টাকে বুঝানো হয়েছে। কোনভাবেই পার্সোনাল কোন গডকে বুঝানো হয়নি! 'The God' একটি ইউনিভার্সাল টার্ম, কোন গডের নাম নয়। সুতরাং, কোরানে বর্ণিত Allah বা The God দ্বারা অবশ্যই এই মহাবিশ্বের ইউনিভার্সাল স্রষ্টাকেই বুঝানো হয়েছে বা সেই স্রষ্টাকেই এ্যাট্রিবিউট করা হয়েছে। এতে কারো সন্দেহ থাকার কথা না। আল্লাহর ৯৯-টি নাম যে বলা হয় সেগুলিও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাম নয়, এগুলি সবই গুণবাচক শব্দ বা এ্যাট্রিবিউট।

আমি বিভিন্ন স্কলারের লেখা থেকে যে আইডিয়া পেয়েছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটি ধর্মের মূল গ্রন্থের ব্যাসিক বক্তব্য একই (যেমন একক স্রষ্টাতে বিশ্বাস, ইত্যাদি), তবে ডিটেলসে পার্থক্য আছে নিশ্চয়। তাই যদি হয় এবং প্রত্যেকটি ধর্মগ্রন্থকে এক একটি এডিশন ধরা হয় সেক্ষেত্রে কোরান হইলো লেটেস্ট এডিশন। সে অনুযায়ী খুবই স্বাভাবিকভাবে কোরানে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের তুলনায় ভুল-ভ্রান্তি ও মিথ কম থাকার কথা। আমি যদিও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সেভাবে পড়িনি তবে বিভিন্ন লেখা থেকে কিছুটা আইডিয়া পেয়েছি নিশ্চয়। সে অনুযায়ী অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের তুলনায় কোরানে তুলনামূলকভাবে ভুল-ভ্রান্তি ও মিথ সত্যিই কম আছে (কিছুটা অনুমান থেকে বলছি। কতদূর সঠিক জানি না!)। যাহোক, মোদ্দা কথা হইলো, কোরান যে লেটেস্ট ধর্মগ্রন্থ তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। আর মুসলিমরা লেটেস্ট এডিশনই ফলো করছে।

যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে, কোন কিছুর লেটেস্ট এডিশন যারা ফলো করবে তাদেরই তো সবচেয়ে বেশী আপ-টু-ডেট এবং প্রগ্রেসিভ হওয়ার কথা, তাই নয় কি? এবং যেটা শোনা যায়, তারা আপ-টু-ডেট এবং প্রগ্রেসিভ ছিলও একটা সময় পর্যন্ত। তাহলে কবে থেকে সবকিছু থমকে দাড়ালো সেটা এক মস্তবড় প্রশ্ন। আর আমার এই সিরিজের কিছু কিছু উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা উদ্দেশ্যও ছিল এই প্রশ্নকে ব্যাসিস করে। উত্তরটা হয়তো অনেকেরই জানা বা অজানা। আমি সঠিক জানি না, তবে সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে এ অগ্রযাত্রা মুখ থুবড়ে পড়া শুরু করেছে। অর্থাৎ যে সময় থেকে মুসলিমরা 'প্রচলিত হাদিস' ও 'প্রচলিত শারিয়া আইনের' ট্র্যাপে পড়েছে সেই সমসাময়ীক সময় থেকে সবকিছুর অধঃপতন হওয়া শুরু করেছে। এটাই মূল কারণ বলে আমি মনে করি। ভালো করে ভেবে দেখুন। আমি বলছিনা যে কোরান-ই তাদের আপ-টু-ডেট এবং প্রগ্রেসিভ বানিয়েছিল! আমি বরং *ইংলি* বলতে চাইছি যে, কোরান তাদের প্রগতির পথে কোন রকম অন্তরায় হয়ে দারায় নাই।

প্রচলিত হাদিস ও প্রচলিত শারিয়া আইন-ই মুসলিমদের ডুবিয়েছে এবং অবশেষে কোন্ অতল গহ্বরে নিয়ে যেয়ে ঠেকাবে কে জানে! আর এর ভুক্তভোগী শুধু মুসলিমরাই নয়, নন্-মুসলিমরাও! একদিকে যেমন হাদিস ও শারিয়া আইন, আরেকদিকে আবার সেই সমসাময়ীক সময়ের খৃষ্টান মোল্লাদের ইনফ্লুয়েন্স। মুসলিম মোল্লাদের উপর খৃষ্টান মোল্লাদের ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু অস্বীকার করার মতো না। তাছাড়াও শারিয়া আইনের (হাদিস) কিছু কিছু অমানবিক বিধান সরাসরি বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন, মুরতাদদের ফতুয়া দিয়ে হত্যা, এ্যাডালটারারদের পাথর মেরে হত্যা, মহিলাদের হেড স্কার্ফ ইত্তাদি বাইবেল থেকে নিয়ে হাদিসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যারা 'স্বর্ণযুগে' ফিরে যাওয়ার কথা বলে তাদের কথাকে অনেকেই খুব হালকা ভাবে নিয়ে বিদ্রুপ করে! তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে কথাটাকে কিন্তু মোটেও উড়িয়ে দেওয়ার মতো কিছু না। 'স্বর্ণযুগে' ফিরে যাওয়া বলতে তারা নিশ্চয় *প্রচলিত হাদিস*, *প্রচলিত শারিয়া*, ও *ফ্যানাটিক মোল্লা* বিহীন যুগের কথা-ই বলে, যে যুগে মানুষ কোনরকম ভয়-ভীতি ছাড়াই ইচ্ছে মতো নিজেদের চিন্তাভাবনা ও মতামতকে বিকশিত করতে পেরেছে।

শুধুই কোরান ফলোয়াররা কোনভাবেই গোঁড়া/জিলট/ফ্যানাটিক মোল্লা হচ্ছে না। অন্যভাবে বলা যায়, প্রচলিত হাদিস ও প্রচলিত শারিয়া ছাড়া গোঁড়া/জিলট/ফ্যানাটিক মোল্লা হওয়া অসম্ভব! বিশ্বাস না হলে কিছু কোরান ফলোয়ারদের সাথে খোলামেলা কথা বলে দেখতে পারেন। ইটস্ এ প্রুভেন ফ্যাক্ট।

মাত্র গোটা কয়েক কন্ট্রভার্সিয়াল ভার্স ছাড়া কোরানে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার মতো তেমন কিছু নেই বললেই চলে। অথচ একজন সাধারণ মোল্লার প্রচলিত বিশ্বাসের সাথে তুলনা করলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়! এক মেরাজের কাহিনী দিয়েই প্রমাণ করে দেখতে পারেন। এরকম আরো অনেক আছে। আর প্রগতির পথে অন্তরায় হওয়ার মতো কোরানে আমি অন্ততঃ তেমন কিছু দেখি নাই (কি জানি বাপু, নিজেই ব্যাকডেটেড কি না!)। যদিও স্রষ্টাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস আমার কাছে অতি মামুলি একটা ব্যাপার মনে হয়, তথাপি স্রষ্টাতে বিশ্বাস কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীলতার পথে অন্তরায় হয়ে দারায় সেটাও কিন্তু কোনভাবেই আমার মাথায় আসে না! কেহ কি একটু ব্যাখ্যা করবেন?

স্রষ্টাতে বিশ্বাস করে একজন মানুষ প্রগতিশীল হতে পারে না কে বলেছে? বিশ্বাসী বিজ্ঞানী-দার্শনিক-কবি-সাহিত্যিক কি নেই? তারা কি সবাই অপ্রগতিশীল! আর প্রগতিশীলতার আদৌ কি কোন ইউনিভার্সাল সংগা আছে? সঠিক কোন মাপকাঠি আছে? প্রগতিশীলতা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে একেক রকম হতে পারে। একজনের কাছে যেটা প্রগতিশীলতা আমার কাছে সেটাই আবার অত্যন্ত ব্যাকডেটেড মনে হতে পারে। যেমন, কেহ যদি সুট-প্যান্ট-টাই পরাকে প্রগতিশীলতা মনে করে; সেক্ষেত্রে আমি হয়তো বলতে পারি 'দুর মিঞা, অত্যন্ত কমফরটেবল হাফপ্যান্ট-স্যান্ডোগেঞ্জি থাকতে তুমি কি সব ছালা-বস্তা পরেছ'! কেহ যদি সিগারেট টানাকে প্রগতিশীলতা মনে করে; সেক্ষেত্রে আমি হয়তো তাকে হেয় করে বলতে পারি 'দুর মিঞা, হাসিস-গাঞ্জা-হেরোইন থাকতে তুমি কিনা সেই মধ্য যুগের বিড়ি নিয়েই পরে আছ'! কেহ যদি এক-ডিগ্রী নাস্তিকতাকে প্রগতিশীলতা মনে করে; সেক্ষেত্রে আমি হয়তো ভ্রু কুঁচকে বলতে পারি 'তুমি মিঞা সেই ক্লাশ ওয়ানেই রয়ে গেছো! আমি এখন নাস্তিকতার লেভেল সেভেনে অবস্থান করছি'! সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রগতিশীলতার সঠিক কোন সংগা দ্বার করানো সম্ভব না।

তাহলে আবারো নৌকা ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে এসে বলতে হয়, কেউ কারো ক্ষতিসাধন না করে সবাই সবার বিশ্বাস ও ভালো-লাগাকে শ্রদ্ধা করে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করা ও এগিয়ে যাওয়াই প্রগতিশীলতা। আপনারা কি বলেন?

সবাইকে ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com